P-2

North South University Library ★1992★

চীন বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের

৩ পৃষ্ঠার পর

চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ গুড বি দেয়ার। কারণ আমরা ক্লিয়ারলি দেখছি, চীন আগে পার ফ্যামিলিতে একটা করে বাচ্চা নেয়ার পলিসি নিয়েছিল, এখন কিন্তু তাদের এ ডেমোগ্রাফিক জায়গায় উল্টোটা হয়েছে। কারণ তাদের হিউম্যান রিসোর্সের শর্টেজ হচ্ছে।

চাইনিজ ইন্ডাস্ট্রিতে লেবার ফোর্স, টেকনোলজিক্যাল জ্ঞানের—ওদের লোকের অভাব নেই। কিন্তু সে জায়গায় তাদের গ্রোথের কিন্তু কমতি আসবে। ফলে বাংলাদেশ ক্লিয়ারলি একটা মার্কেট নেয়ার জায়গায় যেতে পারবে।

চায়না আমাদের একটা পটেনশিয়াল প্লেস, যেখানে আমরা স্কিলড লেবার ফোর্স প্লেস করতে পারব। এ জ্ঞান যদি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম অর্জন করতে পারে, আমাদের দেশের ইকোসিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোর চেঞ্জ হবে, যেখানে তারা এ জ্ঞান নিয়ে এসে ইন্ডাস্ট্রিগুলো উন্নত করতে পারবে। অথবা চাইনিজ ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমাদের দেশের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করতে পারবে।

ফলে আমি দেখছি হিউম্যান মোবিলিটি ইজ দেয়ার, মানে একটা খুবই দরকারি এবং টেকনোলজি ট্রান্সফার খুবই দরকার। চীন থেকে টেকনোলজি ট্রান্সফার করে এ রকম বেশ কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি আছে বাংলাদেশের। ইলেকট্রনিক, অ্যাপ্লায়েন্সেসের পাশাপাশি চীনের সাপোর্টে কিন্তু আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে।

যদি সেলফোনের কথা বলি, চীনসহ অন্যান্য দেশেরও কিন্তু এ দেশে অনেকগুলো স্মার্টফোন প্রোডাকশন প্লান্ট হয়েছে। আমরা বোধহয় ১৩তমটাতে যাব।

আমি যা দেখছি, আমাদের স্কিলড লেবার ফোর্সের জন্য চাকরির ক্ষেত্র ক্রিয়েট হবে। আমাদের এ সরকার যে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, আমরা অচিরেই চিপস তৈরির জায়গায় যাব, সেমিকন্ডাক্টরে যাব এবং এ টেকনোলজি ফ্রন্টে আরো কিছু বিষয়ে এগিয়ে যাব।

আমার মনে হচ্ছে, এ জায়গাতে যদি একটা লেবার ফোর্স তৈরি করতে হয়, স্কিলড ফোর্সও তৈরি করতে হয়, বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে যে রিলেশনশিপটা থাকা উচিত। চায়না অলরেডি বলেছে তারা স্কিলে আমাদের সাহায্য করবে।

এ মুহূর্তে আমরা যখন কথা বলছি, তখন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা কিন্তু চায়নাতে স্কিল নিয়ে কথা বলছেন।

আমি যেটা লক্ষ্য করছি, বর্তমান সরকার কিন্তু অ্যালাইন করার চেষ্টা করছে এবং আমি মনে করি এ ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে আইডেন্টিফাই করে, সেক্টরকে আইডেন্টিফাই করে তার সঙ্গে কী স্কিল দিলে আমাদের দেশের হিউম্যান রিসোর্স আরেকটু এনরিচ হবে, আমরা সেই মার্কেটপ্লেসে ঢুকতে পারব তা বুঝে কাজ করতে হবে।

আরেকটা হচ্ছে, আমাদের ব্লু ইকোনমি। আমাদের বিশাল সমুদ্রের একটা জায়গা আছে। সেখানে কিন্তু আমাদের এখনো অনাবিষ্কৃত অনেক জিনিস রয়ে গেছে। আমরা যখন সমুদ্রের কথা বিবেচনা করি তখন শুধু সমুদ্রের নিচে গ্যাস-তেল আছে কিনা, এটাই চিন্তা করি। ওখানে একটা বিরাট বড় ফিশিং জোন আছে, যেটা একটা বিরাট বড় মার্কেট প্রডাক্ট হতে পারে এবং প্রসেস করা শিপ ও শিপ বিল্ডিংয়েরও দরকার আছে।

আমার মনে হচ্ছে আমরা এই ব্লু ইকোনমিতেও চিন্তা করতে পারি যে আমাদের এই ব্লু ওশানের যেই রিসোর্সটা আছে, সেই রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে চায়নার সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে অথবা আমাদের ব্যবসাগুলো যদি ওইভাবে প্রসার করি, তাহলে কিন্তু দুই পক্ষই উইনার হবে।

সেই সম্ভাবনাটার দিকটাই আমি দেখছি। আশা করি, আমরা যেই দেশের সঙ্গে যেই পটেনশিয়াল তাদের যেখানে আছে, সেই জায়গাটাতে যদি দৃষ্টি দিতে পারি এবং যদি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা সেগুলোকে নেগোশিয়েট করে রাষ্ট্রের জন্য যেটা ভালো হবে সেটা করতে পারি, তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে।